যুগান্তর

তারিখ ...11 FEB 2007...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ...

২৮

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাচারী শিক্ষা বাণিজ্য

ইউজিসিতে জমেছে অভিযোগের পাহাড়

মুসতাক আহমদ

পূরণ করা হচ্ছে না আইনের শর্ত। নতুন আইন প্রণয়নেও দেয়া হয়েছে বাধা। দেশের বেশিরভাগ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েই চলছে স্বেচ্ছাচারী শিক্ষা বাণিজ্য। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) জমেছে অভিযোগের পাহাড়। কয়েকটি অভিযোগ খুবই গুরুতর। এগুলোর তদন্ত চলছে। এসব অভিযোগের মধ্যে ছাত্রীদের দেহ ব্যবসায় বাধ্য করার অভিযোগও আছে। অভিযোগ রয়েছে শিক্ষার্থীর বেতনের ওপর সুদারোপ, জাল সার্টিফিকেট বিক্রি, অনুমোদন ছাড়াই আউটার ক্যাম্পাস স্থাপন, জামানত দেখাতে জালজালিয়াতি ও দুর্বল শিক্ষক নিয়ে দুর্নীতির। দেশের ৫৪টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৩টির অনুমোদন দিয়েছে বিএনপি সরকার। উদ্যোক্তারা বেশিরভাগই বিএনপি সমর্থক হওয়ায় অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি বিগত সরকার।

শিক্ষাদান নয়, বাণিজ্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য। শিক্ষাদান প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ, লাইব্রেরি ও গবেষণাগার এবং এতে প্রয়োজনীয় বই ও বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি, স্বচ্ছ ভর্তি ও পরীক্ষার ফলাফল প্রদান প্রক্রিয়া, সুষ্ঠু শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ আনুষঙ্গিক বিষয় অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু এসব সুযোগ-সুবিধার ন্যূনতম উপস্থিতি এবং আইনের শর্তপূরণ ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। গত মাসে প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, ইউজিসির তাগিদ সত্ত্বেও বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে। এগুলো মৌলিক শিক্ষার চেয়ে বাজারভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিচ্ছে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ১৯৯২, ১৯৯৮ এবং ২০০২ সালের কোন আইনই মানতে চায় না। ২০০৫ সালের প্রস্তাবিত খসড়া আইন প্রণয়নও বন্ধ করে দিয়েছে। ইচ্ছেমতো তারা বাণিজ্যে অধিকার চায়। তিনি বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে ইউজিসিতে হাজারো রকমের সমস্যা আর অভিযোগের পাহাড় জমেছে। মঞ্জুরি কমিশন এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিলে বিভিন্ন ধরনের চাপের মাধ্যমে তা বন্ধ করে রাখার চেষ্টা করা হয়। কমিশনে স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যর্থ হলে অন্য জায়গায় গিয়ে সফল হয়। এভাবে কেটেছে বিগত বছরগুলো। তিনি বলেন, মঞ্জুরি কমিশনের হাতে ব্যবস্থা নেয়ার কোন ক্ষমতা নেই। এ ব্যাপারে কমিশনকে একক ক্ষমতা দেয়া জরুরি।

মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান শিক্ষা : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ১

শিক্ষা : প্রাইভেট

(৩য় পৃষ্ঠার পর) বলেন, তারা বিগত সরকারের আমলে সব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিস্থিতি সরেজমিন তদারকি করে দেখেছেন, হাতেগোনা ৪/৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ন্যূনতম পরিবেশ প্রশ্নের সম্মুখীন। তার ভাষায়, একেকটি বিশ্ববিদ্যালয় একেকটি 'উচ্চমানের কোচিং সেন্টার'। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিস্থিতি যাচাইয়ে ২০০৩ সালে গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটিতে বর্তমান আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনও ছিলেন। অধ্যাপক আসাদুজ্জামানের ভাষায়, জাতিকে বাঁচাতে শিক্ষাকে সন্তোষজনক পর্যায়ে নিয়ে আসা জরুরি। এর অন্যথা চিন্তাও করা যাবে না। আর তা করার এখনই সময়।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরেজমিন পরিদর্শন, ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসিতে পড়ে থাকা বিভিন্ন অভিযোগের নথিপত্র এবং দুগাছের কাছে আসা নানা অভিযোগপত্র ঘেঁটে পাওয়া গেছে অভিযোগের ফিরিস্তি। দেখা যায়, দু'একটি ছাড়া প্রায় সব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মবহির্ভূতভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

অন্যায়-অনিয়মের কয়েকটি চিত্র

শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে ব্যর্থ কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের দেহ ব্যবসায় পর্যন্ত বাধ্য করার অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া সময়মতো বেতন-ফি পরিশোধ না করায় এক ছাত্রের কাছে সুদ পাওনার ওপর সুদ আরোপেরও অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই লোমহর্ষক ও ঘৃণিত দুটি ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

বনানীতে অবস্থিত প্রথম সারির ও পুরনো একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি দেহ ব্যবসায় বাধ্য করানোর দায়ে একজন শিক্ষককে বহিষ্কার করার ঘটনা ঘটেছে। ওই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় অনুষদের একজন ডিনের বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

বনানীর আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ ছাত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসিতে বেতন মওকুফ ও পার্ট টাইম চাকরি দেয়ার নামে তাদের দেহ ব্যবসায় বাধ্য করানোর অভিযোগ এনেছে, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধেও ছাত্রী এবং একজন অফিসারকে আপত্তিকর সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করানোর অভিযোগও উঠেছে (ওই উপাচার্য গতবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়েছেন)। উপাচার্য তারই একজন কর্মচারীর সঙ্গে একটি খোলা নৌকায় আপত্তিকর ছবি তুলেছেন, যা মঞ্জুরি কমিশনের হাতে এসেছে। এ অভিযোগ তদন্তে ইউজিসি কমিটিও গঠন করেছে।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজির ছাত্র রাহুল (প্রকৃত নাম নয়) ইউজিসিতে এক অভিযোগে সময়মতো বেতন-ভাতা পরিশোধ না করায় সুদ ধার্যের অভিযোগ করেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইউজিসি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ দাউদ খান বলেন, তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। শিক্ষার্থীরা এ গ্রেড পাওয়ার নিশ্চয়তা পেয়েই ভর্তি হয়েছে বলে তাকে জানায়। দাউদ খান জানান, এ অবস্থায় তিনি অসম্মানিতবোধ করে চুক্তি বাতিল করে চলে আসেন।

মঞ্জুরি কমিশনের দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানায়, কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের একজন সহযোগী অধ্যাপক তার কাছে ৪০টি খাতা নিয়ে আসেন, যাদের কেউই পাস করেনি। অথচ মালিক পক্ষ থেকে ৮০ ভাগ নম্বর দেয়ার জন্য তার ওপর চাপ দেয়া হয়েছে। যে কারণে ওই শিক্ষকও চাকরি ছেড়ে চলে আসেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার এই অব্যবস্থাপনা ও শর্ত পূরণ না করেই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার কারণে গত বছরের মে-জুলাই মাসে একাধিকবার রাজধানীর বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের চাপা ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে। দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি ও দারুল ইহসান ট্রাষ্ট কার্যক্রম পরিচালনায় অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে ২০০৬ সালের পুরো বছরটাই ছিল অস্থিরতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্ত করছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২ অনুযায়ী অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় শর্তপূরণ ছাড়াই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ৫ কোটি টাকা জামানত দেখানোর শর্ত থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা না মানার নজির রয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন না নিয়ে মূল ক্যাম্পাসের বাইরে আঞ্চলিক শাখা খুলে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জানা গেছে, মোহাম্মদপুরের একটি বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসির অনুমোদন ছাড়াই রাজশাহী ও খুলনায় আউটার ক্যাম্পাস খুলেছে। ওই দুটি ক্যাম্পাসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দিয়ে ছাত্র পড়ানোর অভিযোগ রয়েছে ইউজিসির কাছে। আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের খুলনার ক্যাম্পাস পরিদর্শন করতে যাচ্ছে ইউজিসির টিম।

বেশ ক'টি নামিদামি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন না নিয়ে কোর্স চালু করেছে। বিশেষ করে বিএড, এলএলবি ও ফার্মাসি কোর্স চালুর ক্ষেত্রে মঞ্জুরি কমিশনের পাশাপাশি বার কাউন্সিল ও ফার্মাসি কাউন্সিলের অনুমোদন নেয়ার প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন না নিয়েই এসব কোর্সের সার্টিফিকেট বিক্রি করছে। এসব বিভাগে ভর্তি করছে শত শত শিক্ষার্থী। কিন্তু অনুমোদন না নেয়ায় এসব বিভাগের শিক্ষার্থীরা সরকারি ফার্মাসিস্ট কিংবা এ্যাডভোকেট হতে পারবে না। সম্প্রতি বার কাউন্সিল এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে এক চিঠিতে অনুমোদন না নেয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করেছে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে জাল সার্টিফিকেট বিক্রির অভিযোগ নতুন নয়। সর্বশেষ আমেরিকা-বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জাল সার্টিফিকেট বিক্রির অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে পেশ করেছেন নাটোরের বড়াইগ্রাম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আহসান হাবিব। তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ১২শ' জাল সার্টিফিকেট বিক্রি করে ১২ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ করেন।

অবাধ বাণিজ্য বন্ধে উদ্যোগ ও বর্তমান চিত্র

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাণিজ্য বন্ধের লক্ষ্যে ইউজিসি অতীতের সব আইন সংশোধন করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন-২০০৫ খসড়া করে। তা আজ পর্যন্ত পাস হয়নি। শিক্ষার মান উন্নয়নে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের জন্যও খসড়া তৈরি করা হয়। মন্ত্রণালয়ে তাও ফাইলবন্দি আছে। ২০০৩ সালের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির রিপোর্ট দীর্ঘ ৩ বছর আটকে রাখা হয়েছিল। তবে বিভিন্ন মহলের ব্যাপক সমালোচনার মুখে সর্বশেষ গত বছরের অক্টোবর মাসে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়। এ অপচেষ্টার পেছনে বিগত সরকারের মন্ত্রী, এমপি ও প্রভাবশালী আমলাদের হস্তক্ষেপ ছিল অনেকটা প্রকাশ্য। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন (সংশোধন)-২০০৫ যাতে পাস করা না হয়, সেজন্য ২০০৬ সালের ৫ মে বিএনপির তৎকালীন সাংসদ এমএ হাসেমের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের-সংগঠন এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ১২ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা আইন পাস না করার জন্য চাপ দিয়েছিলেন।

এছাড়া ইউজিসি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করে রাখে এসব বিশ্ববিদ্যালয়। ইউজিসির অন্তত শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয় চাকরি করছেন বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষা পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্য ২০০৩ থেকে প্রায় একবছর ৯ সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি কাজ করে। ওই কমিটি ২০০৪ সালের ১৭ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে দেশের ৫৩টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৮টি নীতিমালা পালনে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। রিপোর্টে মাত্র ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সন্তোষজনক বলে চিহ্নিত করা হয়।

ইউজিসি চেয়ারম্যানের কথা

ইউজিসি চেয়ারম্যান এম আসাদুজ্জামান বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের চিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। উন্নতির মধ্যে হয়েছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাস করা কিছু ছাত্রকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তাদের দ্বারাই চালানো হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। সর্বশেষ দেশের উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে গত বছরের ১০ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ২০ বছর মেয়াদি কৌশলপত্র প্রণয়ন করে। এতেও একটি অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের সুপারিশ রয়েছে।

এম আসাদুজ্জামান বলেন, বর্তমান সরকার গত সপ্তাহে এই কৌশলপত্রের পাঁচ বছর মেয়াদি প্রথম ধাপ বাস্তবায়নে শুধু উদ্যোগই নেয়নি, সাড়ে ১০শ' কোটি টাকা বাজেট দিয়েছে।